স্ত্রী-সন্তানসহ করোনায় আক্রান্ত এমপির ফেসবুকে আবেগঘন স্ট্যাটাস

স্ত্রী-সন্তানসহ করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন সুনামগঞ্জ-৪ আসনের সংসদ সদস্য ও বিরোধী দলীয় হুইপ অ্যাডভোকেট পীর ফজলুর রহমান মিসবাহ এমপি।

বিষয়টি নিয়ে নিজের ফেসবুক আইডিতে একটি আবেগঘন স্ট্যাটাস দিয়েছেন তিনি।

সংসদ সদস্য মিসবাহর স্ট্যাটাসটি যুগান্তর পাঠকদের জন্য হুবহু তুলে ধরা হলো-

‘তিনজনই করোনা আক্রান্ত হয়ে গেলাম। করোনার শুরু থেকে মানুষের সাথেই ছিলাম। করোনার নমুনা সংগ্রহ বুথ স্থাপন করেছি। গ্রামে, বাজারে, শহরে, বন্যাদুর্গত গ্রামে, আশ্রয়কেন্দ্র সবখানেই ছিলাম। নির্বাচনী এলাকায় ভ্যাকসিনের প্রথম ডোজটি নিজের শরীরে নিয়েছিলাম। সারাদিন মানুষের সাথে থেকেছি। যদিও মাস্ক এবং স্যানিটাইজার ব্যবহারের সর্বোচ্চ চেষ্টা অব্যাহত ছিল।

মার্চে বিভিন্ন ইউনিয়ন, গ্রাম আর ফসলরক্ষা বাঁধে ঘুরে বেড়িয়েছি। ঢাকা-সিলেট ৬ লেন সড়ক সুনামগঞ্জ পর্যন্ত সম্প্রসারণ করার জন্য, হাওরের ফসলরক্ষা বাঁধ নির্মাণে অনিয়ম, সুনামগঞ্জ সদর হাসপাতালসহ বিভিন্ন ইস্যুতে সুনামগঞ্জের ট্রাফিক পয়েন্টে স্মরণকালের বৃহৎ গণসমাবেশ করেছিলাম মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে।

এলাকাতেও বেশ কাজ ছিল। অনেকে অপেক্ষায় ছিল। আসব বলেছিলাম তাদের। হলো না। করোনা থাবা বসিয়েছে একেবারে শক্ত হাতে। কথা রাখতে পারিনি। ১৭ মার্চ সুনামগঞ্জে নমুনা দিলাম। ১৯ তারিখ রাতে আমার আর দীনার পজিটিভ আসলো। দুইজন করোনা আক্রান্ত।

রাতে দুইজন চলে আসলাম ঢাকায়। মতি ভাই, ভাবি, আমার মেয়ে রোদসি আর ছেলে বিস্ময় সিলেট গিয়ে সকালে নমুনা দিলেন টেস্টের জন্য।

সুনামগঞ্জে সরকারিভাবে নমুনা দিলে রিপোর্ট আসে তিন দিনে। সিলেট থেকে রাতে জানিয়েছে আমার বিস্ময়ের রিপোর্ট পজিটিভ। মাসুম

সন্তানটিও করোনা আক্রান্ত। রাজনীতি করি বলেই জনগণের কাছে থাকা ইবাদত মনে করি।

মানুষও ভালোবেসে সারাদিন বাসায় আসেন। সবার জন্য আমার সাদামাটা পৈতৃক বাড়ি থাকে উন্মুক্ত। সহজ সরল মানুষেরা করোনা সতর্কতা মানেন না। সরল মানুষদের কিছু বলতে পারি না। কষ্ট পাবেন। হাত না মেলালে কষ্ট পান। মেলাতে হয়। মাস্ক ছাড়াই একেবারে পাশে এসে কথা বলেন। দাবি নিয়ে বলেন। উনাদের এই আন্তরিকতা আনন্দ দেয়। ভালো লাগে। মহামারি পরাজিত হয় স্নেহ-ভালোবাসার কাছে। তবে মহামারি বড় নিষ্ঠুর। মানুষের ভালোবাসা-স্নেহকে সম্মান করে না।

ঢাকা এসে বুকের সিটি স্ক্যান করিয়েছিলাম আমাদের। দীনার বুকে বেশ সমস্যা রয়েছে। আমার বিস্ময়ের ছোট শরীর করোনা আক্রান্ত। সমস্ত সিদ্ধান্তের মালিক মহান আল্লাহ। সবার কাছে দোয়া চাই। আমাদেরকে আপনাদের প্রার্থনায় রাখবেন।

অসুস্থ জেনে অনেকে ফোন করছেন। ক্ষমা করবেন। ফোন রিসিভ করছি না বলে। কৃতজ্ঞতা আপনাদের কাছে।’

বিসিএস পরীক্ষায় বসছেন পৌনে ৫ লাখ চাকরিপ্রার্থী

কোভিড-১৯ মহামারির মধ্যেই স্বাস্থ্যবিধি মেনে ৪১তম বিসিএসের প্রিলিমিনারি পরীক্ষা হচ্ছে। দেশের আট বিভাগীয় শহরের পরীক্ষাকেন্দ্রে পরীক্ষা দিতে বসছেন পৌনে পাঁচ লাখ চাকরিপ্রত্যাশী। আজ শুক্রবার সকাল ১০টায় শুরু হচ্ছে এ পরীক্ষা।

করোনাভাইরাসের প্রকোপ বাড়ায় পরীক্ষার সময় স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিত করার ওপর জোর দিয়েছে সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)।

ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, রংপুর ও ময়মনসিংহের নির্ধারিত কেন্দ্রে সকাল ১০টা থেকে ১২টা পর্যন্ত এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

বিভিন্ন ক্যাডারে দুই হাজার ১৬৬টি শূন্যপদে প্রার্থী নিয়োগ দিতে গত বছরের ৩০ নভেম্বর ৪১তম বিসিএসের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে পিএসসি।

এই বিসিএসের মাধ্যমে প্রশাসন ক্যাডারে ৩২৩ জন, সাধারণ ক্যাডারে ৬৪২ জন; প্রফেশনাল ও টেকিনিক্যাল ক্যাডারে ৬১৯, সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারে ৮৯২ জনসহ মোট দুই হাজার ১৬৬ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে।

এর বিপরীতে আবেদন করেন প্রায় পৌনে ৫ লাখ চাকরিপ্রার্থী। করোনার প্রকোপ কমে এলে পিএসসি পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা করে। পরে প্রকোপ বেড়ে যাওয়ায় পরীক্ষা পিছিয়ে যাওয়ার দাবি ওঠে। হাইকোর্টে রিটও হয়। আদালত নির্ধারিত তারিখেই স্বাস্থ্যবিধি মেনে পরীক্ষা নেওয়ার আদেশ দেন।

পিএসসি এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, মাস্ক ছাড়া কোনো পরীক্ষার্থীকে কেন্দ্রে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না এবং সকাল সাড়ে ৮টা থেকে ৯টা ২৫ মিনিটের মধ্যে স্বাস্থ্যবিধি মেনে পরীক্ষার্থীদের কেন্দ্রে প্রবেশ করতে হবে।

পরীক্ষা হলের বাইরে পরীক্ষার্থীদের হাত ধোয়া বা স্যানিটাইজ করার ব্যবস্থা, পরীক্ষার্থীদের হলে প্রবেশের সময় শরীরের তাপমাত্রা পরিমাপের জন্য নন-কন্ট্যাক্ট ইনফ্রারেড থার্মোমিটারের সুবিধা রাখা, প্রতিটি পরীক্ষার হলের কন্ট্রোল রুমে মাস্ক এবং জীবাণুনাশকের ব্যবস্থা করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।
পরীক্ষার হলের গেটে অ্যাক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশের উপস্থিতিতে প্রবেশপত্র এবং মেটাল ডিটেক্টরের সাহায্যে মুঠোফোন, ঘড়ি, ইলেকট্রনিক ডিভাইসসহ নিষিদ্ধ সামগ্রী তল্লাশির মধ্য দিয়ে পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা হলে প্রবেশ করতে হবে।

করোনা: ফ্রান্সে তৃতীয় ঢেউ নিয়ে শঙ্কা, প্যারিসে লকডাউন

করোনার তৃতীয় ঢেউ নিয়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে ফ্রান্সে। দেশটির রাজধানী প্যারিস এক মাসেরও বেশি সময়ের জন্য লকডাউনে যাচ্ছে।

আরও ১৮ প্রাণ কাড়ল করোনা, নতুন শনাক্ত ১৮৯৯

দেশে করোনাভাইরাসে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ১৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। এই সময়ে নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ১ হাজার ৮৯৯ জন।

শুক্রবার করোনাভাইরাসে আক্রান্ত ও মৃত্যুর সবশেষ পরিস্থিতি নিয়ে স্বাস্থ্য অধিদফতরের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গত ২৪ ঘণ্টায় ১৮ হাজার ৯১৭ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। যাদের মধ্যে নতুন করে ১ হাজার ৮৯৯ জনের শরীরে করোনা শনাক্ত হয়েছে। এতে মোট শনাক্তের সংখ্যা দাঁড়াল ৫ লাখ ৬৬ হাজার ৮৩৮ জন।

গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন ১৮ জন নিয়ে এখন পর্যন্ত করোনায় দেশে প্রাণ হারিয়েছেন ৮ হাজার ৬৪২ জন।

গত ২৪ ঘণ্টায় বাসা ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আরও ১ হাজার ৬১৮ জন করোনা রোগী সুস্থ হয়ে উঠেছেন। এ নিয়ে এখন পর্যন্ত মোট ৫ লাখ ১৯ হাজার ১৪১ জন সুস্থ হয়ে উঠলেন।

প্রসঙ্গত দেশে করোনাভাইরাসের প্রথম সংক্রমণ ধরা পড়েছিল গত বছরের ৮ মার্চ। আর প্রথম মৃত্যু হয় ১৮ মার্চ।

দেশে করোনায় আরও ১৬ জনের প্রাণহানি

বৈশ্বিক মহামারী করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় ১৬ জনের প্রাণহানি ঘটেছে। এ নিয়ে সর্বমোট মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়াল আট

হাজার ৬২৪ জন।

বৃহস্পতিবার কোভিড-১৯ রোগের হালনাগাদ তথ্য জানাতে স্বাস্থ্য অধিদফতরের এক প্রেসবিজ্ঞপ্তিতে এমন তথ্য মিলেছে।

এতে বলা হয়, গত একদিনে ২০ হাজার ৯২৫ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তাদের মধ্যে দুই হাজার ১৮৭ জনের করোনা পজিটিভ এসেছে।

এ পর্যন্ত সর্বমোট শনাক্ত হয়েছেন পাঁচ লাখ ৬৪ হাজার ৯৩৯ জন। দৈনিক শনাক্তের হার ১০ দশমিক ৪৫ শতাংশ।

এর আগে সর্বশেষ ৮ ডিসেম্বর স্বাস্থ্য অধিদফতর এক দিনে এর চেয়ে বেশি রোগী শনাক্তের তথ্য দিয়েছিল, সেদিন দুই হাজার ২০২ জনের মধ্যে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ ধরা পড়েছিল।

দৈনিক শনাক্তের হার সর্বশেষ এর চেয়ে বেশি ছিল গতবছরের ২৭ ডিসেম্বর। সেদিন পরীক্ষার তুলনায় রোগী শনাক্তের হার ছিল ১০ দশমিক ৫৩ শতাংশ।

এরপর কমতে কমতে তা ৩ শতাংশের নিচেও নেমেছিল। তবে মার্চের শুরু থেকে সংক্রমণ বাড়তে থাকায় শনাক্তের হারও বাড়তে থাকে।

বাসা ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আরও ১ হাজার ৫৩৪ জন রোগী সুস্থ হয়ে উঠেছেন গত এক দিনে। তাতে এ পর্যন্ত সুস্থ রোগীর মোট সংখ্যা বেড়ে ৫ লাখ ১৭ হাজার ৫২৩ জন হয়েছে।

করোনায় দক্ষিণ এশিয়ায় শিশু মৃত্যু বেড়েছে, জাতিসংঘের উদ্বেগ

দক্ষিণ এশিয়ায় ২০২০ সালে অতিরিক্ত দুই লাখ ২৮ হাজার শিশু মৃত্যুতে পরোক্ষভাবে ভূমিকা রেখেছে করোনা মহামারি। এ ছাড়া ১১ হাজার মৃত্যু ও ৩৫ লাখ অযাচিত গর্ভধারণের ঘটনা ঘটেছে।

ছবি: আলজাজিরা
দক্ষিণ এশিয়ায় ২০২০ সালে অতিরিক্ত দুই লাখ ২৮ হাজার শিশু মৃত্যুতে পরোক্ষভাবে ভূমিকা রেখেছে করোনা মহামারি। এ ছাড়া ১১ হাজার মৃত্যু ও ৩৫ লাখ অযাচিত গর্ভধারণের ঘটনা ঘটেছে।

বুধবার জাতিসংঘের এক প্রতিবেদনের বরাতে ফরাসি বার্তা সংস্থা এএফপি এমন খবর দিয়েছে।

জাতিসংঘ শিশু তহবিল ইউনিসেফ এ গবেষণাটি চালিয়েছে। প্রতিবেদন অনুসারে, মূলত ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, বাংলাদেশ, আফগানিস্তান ও শ্রীলংকাজুড়ে অপরিহার্য জনস্বাস্থ্য সেবার সহজলভ্যতা ও ব্যবহার বাধাগ্রস্ত হওয়ার কারণে এমনটি ঘটেছে।।

দক্ষিণ এশিয়ার এই দেশগুলোতে ১৮০ কোটি মানুষের বসবাস।

ইউনিসেফের আঞ্চলিক পরিচালক জর্জ লারইয়া-অ্যাডজেই বলেন, এসব গুরুত্বপূর্ণ সেবার ঘাটতি পড়ায় দরিদ্র পরিবারগুলোর স্বাস্থ্য ও পুষ্টিতে ভয়াবহ প্রভাব ফেলেছে। কাজেই মা ও শিশুদের জন্য এসব সেবার জোগান দেওয়া অপরিহার্য।

তিনি বলেন, মানুষ যাতে এগুলো ব্যবহারে ন্যূনতম কুণ্ঠাবোধ না করেন, তা নিশ্চিত করতে যা করার দরকার, তা করতে হবে।

দক্ষিণ এশিয়ায় মহামারিপূর্ব পরিস্থিতির সঙ্গে পরে পরিবর্তন এসেছে। তার সঙ্গে তুলনা করে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ২০১৯ সালে পাঁচ বছরের নিচের ১৪ লাখ শিশুর মৃত্যু হয়েছে—অবশ্য তাদের মধ্যে ৬৩ শতাংশ ছিল নবজাতক।

করোনার প্রকোপ নিয়ন্ত্রণে অন্যান্য অঞ্চলের মতো এখানেও কঠোর লকডাউন আরোপ করা হয়েছে। বিধিনিষেধের কারণে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানও বন্ধ রাখা হয়েছিল।

ইউনিসেফের প্রতিবেদন জানায়, স্বাস্থ্যসেবা বন্ধ রাখলেও হাসপাতালগুলোতে লোকজনের যাতায়াত কম ছিল।

বাংলাদেশ ও নেপালে মারাত্মক তীব্র অপুষ্টির (এসএএম) দরুণ চিকিৎসা নেওয়া শিশুদের সংখ্যা ৮০ শতাংশ কমে গিয়েছিল। একই সময়ে ভারত-পাকিস্তানে শিশুদের টিকা দেওয়ার সংখ্যা মারাত্মকভাবে পড়ে গেছে।

মহামারিতে দক্ষিণ এশিয়ায় ৪২ কোটি শিশু স্কুলে যেতে পারেনি।

প্রতিবেদন হুশিয়ারি দিয়ে বলছে, ৯০ লাখ শিশু আর কখনও স্কুলে ফেরা হবে না।

হাসপাতালে ভর্তি হলেন করোনা আক্রান্ত রিজভী

বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে রাজধানীর স্কয়ার হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন।

বেশ কয়েকদিন ধরে জ্বরে ভুগছেন বিএনপির এই নেতা। বুধবার করোনা টেস্ট করালে পজিটিভ রিপোর্ট আসে। এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন বিএনপির স্বাস্থ্যবিষয়ক সম্পাদক ডা. রফিকুল ইসলাম।

তিনি বলেন, সুচিকিৎসার জন্য রিজভীকে আজ স্কয়ার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান, দলের মহাসচিবসহ স্থায়ী কমিটির সদস্যরা তার শারীরিক অবস্থা ও চিকিৎসার সার্বক্ষনিক খোঁজখবর রাখছেন।

রুহুল কবির রিজভীর স্ত্রী আরজুমান আরা আইভী ও ব্যক্তিগত সহকারী আরিফুর রহমান তুষার সঙ্গে আছেন। পরিবারের পক্ষ থেকে তার আশু রোগ মুক্তির জন্য দলীয় নেতাকর্মী ও দেশবাসীর কাছে দোয়া চাওয়া হয়েছে।

করোনা: দক্ষিণ কোরিয়ায় বিদেশি কর্মীদের প্রতি বৈষম্য

কেন?

সব বিদেশি কর্মীর করোনা পরীক্ষা বাধ্যতামূলক করে নির্দেশ দিয়েছে দক্ষিণ কোরিয়া সরকার। দেশটির প্রতিটি প্রদেশে এ কার্যক্রম চলছে ধাপে ধাপে।

সিউল ও গিয়োংগিদো প্রদেশের বিদেশি কর্মীদের কোভিড-১৯ পরীক্ষা করতে বলা হয়েছে। অনেকেই এই কর্মসূচিকে বৈষম্যমূলক বিবেচনা করে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

গত ৮ মার্চ স্থানীয় প্রশাসন গিয়োংগিদো অঞ্চলে সব বিদেশি কর্মীকে ২২ মার্চের মধ্যে এবং সিউল অঞ্চলের কর্মীদের ৩১ মার্চের মধ্যে করোনভাইরাস পরীক্ষা করার জন্য একটি নোটিশ জারি করে।

আদেশ অনুসারে এই সময়ে যদি কোনো ব্যক্তি করোনা পরীক্ষায় ব্যর্থ হন; তাকে অবশ্যই তিন মিলিয়ন উয়ন অর্থাৎ (২৬০০ ডলার) পর্যন্ত জরিমানা গুনতে হবে।

পরীক্ষা না করা ব্যক্তির করোনা সংক্রমণ দেখা দিলে জরিমানার পাশাপাশি চিকিৎসার সব খরচ বহন করতে হবে।

গিয়োংগিদো প্রদেশে পার্শ্ববর্তী এলাকায় গত সপ্তাহে একই পদক্ষেপ নিতে দেখা যায়। বিদেশি কর্মীদের ৩১ মার্চের মধ্যে করোনা পরীক্ষা করার আদেশ জারি করে তাদের নিয়োগকারীদের নোটিশ পাঠায় সিউল মহানগর প্রশাসন।

দ. কোরিয়া টাইমসের প্রতিবেদন বলছে— দেশটিতে অবস্থানরত অনেক বিদেশি মনে করেন, ভাইরাসটি সংক্রমণ এবং ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য ‘উচ্চঝুঁকিপূর্ণ গোষ্ঠী’ হিসাবে বিদেশি কর্মীদের শনাক্ত করে ‘বর্ণবাদী এবং বৈষম্যমূলক’ পরিবেশ তৈরি করছে দক্ষিণ কোরিয়া।

কাদের পরীক্ষা করা দরকার এবং অপ্রতুল প্রস্তুতির অপ্রত্যাশিত নির্দেশিকা সম্পর্কেও অভিযোগ করেছেন অনেক বিদেশি।

গত বছরের ডিসেম্বরের পরিসংখ্যানের হিসাবে শহরে দুই লাখ ৪২ হাজার ৬২৩ নিবন্ধিত বিদেশি কর্মী রয়েছেন। তবে নগর কর্মকর্তারা অনুমান করেছেন যে, মোট সংখ্যা তিন লাখ ৯০ হাজারেরও বেশি হতে পারে।

সিউলের কিউং হি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জেনিফার ফ্লিন বলেন, আমি

জানতে চাই সরকারের বাস্তব পরিকল্পনাটি কী। কারণ এ মুহূর্তে তারা আসলে কর্মী হিসেবে গণনা করছে। এই তথ্য কীভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে বা অন্য কোনো বিবরণ সম্পর্কে আমাদের কাছে পরিষ্কার ধারণা নেই।

তিনি বলেন, ভাইরাস সংক্রমণ বা ছড়িয়ে পড়ার দায় শ্রমজীবী বিদেশিদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

এটিকে হীনচিন্তার পরিকল্পনা আখ্যায়িত করে তিনি বলেন, দুর্বল জনগোষ্ঠী এর শিকার এবং লাঞ্ছিত হচ্ছে।

ফ্লিন আরও উল্লেখ করেন, আরও অনেক সুপরিচিত উচ্চঝুঁকিপূর্ণ কর্মক্ষেত্র এবং ভেন্যু রয়েছে। যেমন— গানের ঘর ও গির্জা, যা বর্তমানে কোনো বিশেষ বিধিনিষেধের আওতাধীন নয় বা তাদের শ্রমিকরা কোনো ধরনের পরীক্ষার আদেশের অধীনে নেই। শুধু কর্মরত বিদেশিদের পরীক্ষা করার পেছনে কোনো যুক্তি আমি দেখি না।

সিউলে বসবাসকারী একজন ফ্রিল্যান্সার পল ম্যাথিউজ বলেন, আমি কেবল অভিবাসী হিসেবে আমার দায়িত্ব পালন করতে চাই। তবে হঠাৎ সিউলের প্রতিটি বিদেশির পরীক্ষা করার দাবি করা হাস্যকর বলে মনে হচ্ছে।

তিনি জানান, কোরিয়াতে করোনা শুরুর দিকে যখন গির্জায় কিছু মানুষ আক্রান্ত হয়েছিল, যখন শুধু গির্জায় থাকা লোকদের পরীক্ষার আওতায় নিয়ে আসা হয়েছিল, তখন কোরিয়ার সব খ্রিস্টানের পরীক্ষা করা হয়নি।

‘আমি কেবল তাদের ইচ্ছায় এ সিদ্ধান্তটি পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করতাম— যাতে বিদেশি বাসিন্দারা বুঝতে পারেন। অন্যথায় এটি আমাদের পক্ষে বর্ণবাদী এবং অযৌক্তিক বলে মনে হচ্ছে।’

ছুটির দিনগুলো ছাড়া দক্ষিণ কোরিয়াতে কর্মব্যস্তদের করোনা পরীক্ষা দুষ্কর। পরীক্ষার জন্য নির্ধারিত সরকারের দেওয়া সময়সীমা অনেক কম। এতে সাপ্তাহিক ছুটিতে উপচেপড়া ভিড় দেখা গেছে কেন্দ্রগুলোতে, যা বর্তমান প্রেক্ষাপটে মোটেও কাম্য নয়।

করোনা পরীক্ষার অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে বাংলাদেশি প্রবাসী সাংবাদিক ইজাজুল হক বলেন, একদিকে বৈষম্য, অন্যদিকে প্রদেশের অস্থায়ী পরীক্ষার কেন্দ্রগুলো অপরিকল্পিতভাবে স্থাপন করা হয়েছে। যাতে সামাজিক দূরত্ব কিংবা স্বাস্থ্যবিধির বালাই নেই।

তিনি জানান, ছুটির দিনে হাজার হাজার মানুষ ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঘা ঘেঁষে লাইনে দাঁড়িয়ে আছে করোনা পরীক্ষা করার জন্য।

১০ বছরেরও বেশি সময় কোরিয়াতে বসবাস করছেন এই সাংবাদিক। তিনি বলেন, অনেকেই বেশ কয়েক ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা সত্ত্বেও পরীক্ষা করতে পারেননি, যা করোনা সম্ভাব্য সংক্রমণের উচ্চঝুঁকি। আর এদিকে সরকার চারজনের বেশি সমাগম হতে নিষেধ করেছে।

ইউএনও বর্ণালী পাল করোনায় আক্রান্ত

সিলেটের বিশ্বনাথ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও পৌর প্রশাসক বর্ণালী পাল করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। মঙ্গলবার তার করোনা রিপোর্ট পজিটিভ আসে।

জানা গেছে, শরীরে হালকা জ্বর আর গলাব্যাথা দেখা দিলে বর্ণালী পাল গত ১৩ মার্চ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নমুনা পরীক্ষা করান। মঙ্গলবার রিপোর্ট পজিটিভ আসার পর থেকেই বর্ণালী পাল বিশ্বনাথে সরকারি বাসভবনে হোম আইসোলেশনে রয়েছেন।

বিষয়টির সত্যতা নিশ্চিত করে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. আব্দুর রহমান মূসা জানান, প্রশাসনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ইউএনওর পরিবারের বাকি লোকজনের নমুনা সংগ্রহ করা হবে।

তিনি জানান, এ পর্যন্ত ইউএনও বর্ণালী পালসহ মোট আক্রান্ত হয়েছেন ২২২ জন। এর মধ্যে সুস্থ হয়েছেন ২১০ জন, মারা গেছেন ৭ জন এবং বর্তমানে নতুন করে হোম আইসোলেশনে রয়েছেন ৫ জন।

সুস্থতার জন্য ইউএনও বর্ণালী পাল বিশ্বনাথ উপজেলাবাসীসহ সবার কাছে দোয়া কামনা করেছেন।

Shares
facebook sharing buttonmessenger sharing buttontwitter sharing buttonpinterest sharing buttonlinkedin sharing buttonprint sharing button

একদিনে ১৮৬৫ জন আক্রান্ত, মৃত্যু ১১

কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত হয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ১১ জনের মৃত্যু হয়েছে। এই সময়ে নতুন করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছেন ১৮৬৫ জন। সুস্থ হয়ে উঠেছেন ১৫১০ জন।

করোনাভাইরাসে মৃত্যু ও আক্রান্তের সবশেষ পরিসংখ্যান জানিয়ে বুধবার স্বাস্থ্য অধিদফতরের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

বুধবার সকাল পর্যন্ত আরও এক হাজার ৮৬৫ জনের মধ্যে সংক্রমণ ধরা পড়ায় দেশে করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ৫ লাখ ৬২ হাজার ৭৫২ জনে দাঁড়িয়েছে।

২৪ ঘণ্টায় মারা যাওয়া ১১ জনকে নিয়ে দেশে করোনাভাইরাসে মৃত্যু বেড়ে ৮ হাজার ৬০৮ হয়েছে।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হিসাবে বাসা ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আরও এক হাজার ৫১০ জন রোগী সুস্থ হয়ে উঠেছেন গত এক দিনে। তাতে এ পর্যন্ত সুস্থ রোগীর মোট সংখ্যা বেড়ে ৫ লাখ ১৫ হাজার ৯৮৯ জন হয়েছে।

দেশে প্রথম করোনা শনাক্ত হয় ৮ মার্চ। প্রথম মৃত্যু হয় ১৮ মার্চ। বর্তমানে বিশ্বের ২১৩ টি দেশ ও অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে করোনা। এটি বৈশ্বিক মহামারি ঘোষণা করেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা।

যুগান্তর ইউটিউব চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করুন